POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 23

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 লা জুন, 2023 18 যুল কাদা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

বিনম্রভাবে ঋণ ফেরত চাওয়া উচিত।

২৩৯১) হযরত হুযাইফা (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি নবী করীম (সা.)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন- এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কি কাজ করত। সে উত্তর দেয়- আমি ব্যবসা করতাম। (ঋণ ফেরত নেওয়ার সময়) ধনীদেরকে সময় দিতাম আর অভাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতাম। এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

হযরত আবু মাসউদ (রা.) বলেন- আমিও এই এটি (হাদিসটি) নবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি।

ভাল মানুষেরা ভালভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

২৩৯২) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে উট ফেরত চাইল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তাকে দিয়ে দাও। সাহাবারা বললেন, আমরা এর (এই উটের) চেয়ে বয়স্ক উট পেয়ে থাকি। সেই ব্যক্তি বলল, আপনি আমাকে মুক্তহস্তে দান করুন। আল্লাহ্ তা'লাও আপনাকে মুক্ত হস্তে দান করবেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: তাকে (সেই উটটিই) দিয়ে দাও। কেননা, তারাই উত্তম যারা ভালভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরাজ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২১ শে এপ্রিল,২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২,
প্রশ্নোত্তর

যদি মতভেদ থাকে, ঐক্য না থাকে তবে হতভাগা হবে। প্রথমত, খোদার একত্ববাদ অবলম্বন কর। দ্বিতীয়ত, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

এর পূর্বেও আমি বহুবার জামাতের পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসার বিষয়ে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছি যে তোমরা পরস্পরের মধ্যে একতা ও সংহতি বজায় রাখ। খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে এক ও অভিন্ন সত্তা হয়ে থাকার উপদেশ দিয়েছেন, অন্যথায় তোমরা নিজেদের মর্যাদা হারাবে। নামাযে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ এজনই দেওয়া হয়েছে যাতে পারস্পরিক ঐক্য বজায় থাকে। একজনের পুণ্য অন্যের মাঝে বিদ্যুৎ তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চারিত হবে। যদি মতভেদ থাকে, ঐক্য না থাকে তবে হতভাগা হবে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী কর এবং একে অপরের জন গোপনে দোয়া কর। এক ব্যক্তি যদি গোপনের কারো জন্য দোয়া করে, তবে ফিরিশতা বলে, তোমার জন্যও এমনটা হোক। কি অপূর্ব শিক্ষা। যদি মানুষের দোয়া গৃহীত না হয় তবে ফিরিশতাদের দোয়া তো অবশ্যই গৃহীত হয়। আমি উপদেশ করছি এবং বলতে চাই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে যেন মতবিরোধ না দেখা দেয়।

আমি মূলত দুটি শিক্ষা নিয়ে এসেছি। প্রথমত, খোদার একত্ববাদ অবলম্বন কর। দ্বিতীয়ত, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। সেই নমুনা প্রদর্শন কর যা অন্যদের কাছে অলৌকিক প্রতিভাত হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মানীয় সাহাবাগণের মাঝে এই গুণটিই বিকশিত হয়েছিল।

كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ (আলে ইমরান: ১০৪) স্মরণ রেখো! একতা হল এক অলৌকিক নিদর্শন। স্মরণ রেখো! যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা এমন না হয় যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা আপন ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। সে ঘোর বিপদের মধ্যে আছে,যার পরিণাম শুভ নয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৭)

অনেকে অর্থ ব্যয়ের ভয়ে সন্তানকে গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে না। পক্ষান্তরে এটা সন্তানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এই কাজ থেকে তোমরা বিরত থাক এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে কুণ্ঠিত না হয়ো না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাইলের ৩২ নং আয়াত

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ অর্থাৎ সন্তানের জন্য অর্থ খরচের ভয়ে তাদেরকে হত্যা করো না। এই আদেশটি কন্যা সন্তান হত্যা সম্পর্কিত নয়। কেননা কুরআন করীমে মেয়েদের হত্যা প্রসঙ্গে কোথাও এই কারণের কথা উল্লেখ করা হয় নি যে লোকেরা খরচের ভয়ে তাদেরকে হত্যা করে। বরং এর কারণ বলা হয়েছে যে, কন্যা সন্তানের জন্মকে তারা লাঞ্ছনার কারণ হিসেবে বিবেচনা করে, তাই তারা মেয়েদের হত্যা করে। অনুরূপভাবে এই আয়াতের এটাও অর্থ হবে না যে, দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতার কারণে সন্তানকে হত্যা করো না। কেননা 'ইমলাক' শব্দের অর্থ দারিদ্র ও অভাব অনটন নয়। বরং এর অর্থ ধন-সম্পদ ব্যায় হওয়া। আর আয়াতের অর্থ হল, অর্থ খরচের ভয়ে তাদের হত্যা করো না।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, অর্থ খরচের ভয়ে আদৌ কি কেউ নিজের সন্তানকে হত্যা করে? জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, এই ধরণের ঘটনার দৃষ্টান্ত সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষদের মাঝে পাওয়া যায় না, বরং দেখা যায়, যাদের কাছে অর্থ-সম্পদ নেই, তারাও নিজের সন্তানকে হত্যা করে না। অতএব, জানা গেল এই হত্যার অর্থ অন্য কিছু আর মানুষের মধ্যে এই অপরাধের দৃষ্টান্ত সন্ধান করা উচিত। আমরা যখন বিভিন্ন মানুষের অবস্থার উপর দৃষ্টি দিই, তখন জানতে পারি যে, অনেকে কার্পণ্যের কারণে সন্তানের সঠিক প্রতিপালন করে না। পুরো খাবার দেয় না, বা এমন খাদ্য দেয় না যা সন্তানের মানসিক ও শারিরিক বিকাশের জন্য আবশ্যক। অর্থ-সম্পদ খরচ হওয়ার ভয়ে যারা বিষ প্রয়োগের দ্বারা বা শ্বাসরোধ করে সন্তানকে হত্যা করে, এমন কৃপণ মানুষকে অবশ্যই বিকৃত চিন্তাধারা সম্পন্ন বলা যায়। কিন্তু এমন সুস্থবিবেক সম্পন্ন বহু কৃপণ মানুষ সচরাচর পাওয়া যায়, যাদের কাছে সম্পদ আছে, কিন্তু কৃপণতার কারণে সন্তানকে ভাল খাদ্য দেয় না, যথাযথ পোশাক দেয় না। এমনকি অনেক সময় খাদ্যাভাবে অসুস্থও হয়ে পড়ে। অনেক সময় পোশাকের অভাবে নিমোনিয়ার মত রোগে আক্রান্ত হয়।

এরপর ৮ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

Beverly Hills

প্রেস কনফারেন্স

এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মোট ১৪জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক: বিভিন্ন দেশে আপনাদের উপর উৎপীড়ন চলছে। আপনি সর্বত্র, সমস্ত মঞ্চে ইসলামের শান্তির বাণী এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছেন। আপনার কি প্রাণ সংশয় রয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার কাজ হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং শান্তির বাণী প্রচার করা। আমার জীবন নিরাপদ কি না তা নিয়ে আমি মোটেই ভাবিত নই। আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তাই এটা আমি ত্যাগ করতে পারি না। পাকিস্তান সহ আরও কিছু কিছু দেশে আহমদীদের জীবন সংকটাপন্ন। আমরা এই বাণী প্রচার করি বা না করি, আমাদের জীবনের জন্য বিপদ সব সময় ওত পেতে আছে। এতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা পৃথিবীকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করছি।

ইন্ডোনেশিয়ার এক সাংবাদিক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত 'ভারতে যীশু' নামক পুস্তকের বিষয়ে পশ্ন করেন, 'পুস্তকে একথা বলা হয়েছে যে যীশু জীবিত ছিলেন এবং কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। '

এই প্রশ্নে উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের বিশ্বাস অনুসারে হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রুশের মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর হারানো জাতির সন্ধানে কাশ্মীর অভিমুখে হিজরত করেন এবং সেখানে জীবন অতিবাহিত করেন। একশ ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকার পর মৃত্যু বরণ করেন এবং কাশ্মীরেই সমাহিত হন। সেখানে আজও তাঁর সমাধি রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একথা শুধু আমরা বলি না, বরং অন্যান্য গবেষকরাও এর সত্যায়ন করেছে এবং নিজেদের গবেষণা দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, যীশু কাশ্মীরের দিকে হিজরত করেছিলেন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ করেন।

হযরত ঈসা (আ.)-আর পুনার্বিভাব প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে ব্যক্তি আবির্ভুত হবেন তিনি মসীহ ও মাহদী উভয় হবেন। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস, শেষ যুগে এক প্রতিশ্রুত পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। প্রত্যেক ধর্মই যে মহাপুরুষের প্রতীক্ষায় আছে, তিনিই সেই মসীহ, মাহদী ও কৃষ্ণও বটে। আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একাধিক ব্যক্তি আসবেন না,বরং আগমণকারী ব্যক্তি হবেন একজনই। আর তিনিই এক ও অভিন্ন সত্তা হবেন যার জন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা প্রতীক্ষায় আছেন।

হুযুর আনেয়ার বলেন, অন্যান্য মুসলমানদের দাবি, আঁহযরত (সা.)-এর পর ইমাম মাহদী আসবেন, কিন্তু তিনি নবী হবেন না। আমাদের দাবি, ইমাম মাহদী নবী হিসেবে আসবেন ঠিকই, কিন্তু হবেন ছায়া নবী এবং শরীয়ত বিহীন নবী, নতুন কোনও শরীয়ত তিনি নিয়ে আসবেন না। অন্যান্য মুসলমান এবং আমাদের মাঝেই এটাই হল মূল পার্থক্য। আর এটাই সেই প্রধান কারণ যার কারণে আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অত্যাচার সত্ত্বেও আমরা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি এবং ইসলামের বাণীর প্রচার করছি। আর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

একজন পত্রসাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, পাকিস্তানে আপনাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়ে হয়েছে। এর কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ১৯৭৪ সালে আমাদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করে আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। অথচ অন্য কারো ধর্মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার নেই। ১৯৭৭ সালে জিয়াউল হক সরকার ক্ষমতায় আসে। মার্শল ল' জারি হয়। ১৯৮৪ সালে জিয়াউল হক সরকার আমাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন পাস করে। যাতে বলা হয়, আমরা কোনও ভাবেই নিজেদেরকে মুসলমান বলতে পারব না এবং মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারব না। একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন করতে পারব না, অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় আমরা নিজেদের মসজিদগুলিকে 'মসজিদ' বলতে পারব না, আযান দিতে পারব না, কলেম পাঠ করতে পারব না, ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে পারব না প্রভৃতি আইন প্রণয়ন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার যা খুশি আমাকে ভাবতে পারেন, কিন্তু আমারও অধিকার আছে নিজেকে যা ভাবি তা প্রকাশ করার।

এখন আহমদীদেরকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ভোট দেওয়ার জন্য যে ফর্ম পূরণ করতে হয় তাতে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দিতে হয়। আর আহমদীরা কখনই তা করতে পারবে না। তখন তারা বলে, আপনারা যেহেতু আপনাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে বয়ান দিচ্ছেন না, অতএব, আপনারা অমুসলিম। আর মুসলমান হিসেবে আপনাদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই।

আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসলমান এবং পাকিস্তানের নাগরিক। আর একজন নাগরিক হিসেবে ভোটদান আমাদের অধিকার। ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান ভোটাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।আমরা কখনই অমুসলিম হিসেবে ভোট দিব না। যতদিন এই আইনে বিলোপ ঘটে, আমরা আমরা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারব না।কিম্বা এমন একটি তালিকা তৈরী হওয়া উচিত যেখানে সকলে সমান এবং ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের নাম তালিকাভুক্ত থাকবে আর ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলে সমান হবে।

একজন সাংবাদিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন,আমি এখন যে ভাষণ দিব, তাতে এই প্রশ্নের উত্তর এসে যাবে।

প্রশ্ন: জামাতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমাদের বিরোধিতা শুরু থেকেই হয়ে আসছে। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) যখন মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেন, তখন তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মুকদ্দমা রুজু করে এবং তাঁকে যাতনা দেওয়ার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করে নি। জামাতের ১২৫ বছরের ইতিহাসে চিরকাল জামাতের বিরোধিতাই হয়ে এসেছে, পাঞ্জাবের কাদিয়ানে জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি মসীহ হওয়ার দাবী করলেন, আহমদীয়া জামাতের গোড়াপত্তন করলেন আর তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে পৌঁছে যায়। ভারতের মুসলমানরা দলে দলে তাঁর বয়আত করে তাঁর জামাতে যোগদান করতে থাকে। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খিলাফতে আহমদীয়ার সূচনা হয়। কিন্তু বিরোধিতার সেই ধারা আজও অব্যাহত। এরপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠন হয়। এখানে বিরোধিতা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭৪ সালে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালে আমাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয় যা আজও বলবৎ আছে আর আমাদেরকে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু এই সব কিছু সত্ত্বেও পাকিস্তানের আমাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা আইন মান্যকারী মানুষ। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি না। আমরা ধৈর্য ধারণ করি এবং দোয়া করি। আজ নয় তো কাল ইনশাআল্লাহ্ আমরা তাদের মনজয় করব। প্রতিক্রিয়া দেখালে এমনটি কখনই মনজয় করা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হবে না।

একজন প্রতিনিধি বলেন, তিনি সেই সব এনজিওসমূহের সঙ্গে যুক্ত যারা উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করে এবং তাদের সহায়তা করে। আমরা আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা যদি নির্যাতিত এবং অভিবাসন শরণার্থীদের সাহায্য করে থাকেন, তবে আপনারা নিশ্চয় জানেন যে পাকিস্তানে কি ঘটে চলেছে। বহু পাকিস্তানী হিজরত করে অন্যান্য দেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং সেখানে অভিবাসনের জন্য আবেদন করেছে। এদের মধ্যে যে সব উদ্বাস্তুদের কেস পাস হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসেছে। আপনি হয়তো একথাও জানেন। শত শত সংখ্যক আহমদী এখনও এই দেশগুলিতে বসে আছে। আপনি যদি সাহায্য করতে চান তবে তাদের সাহায্য করুন যারা নিজেদের কেসের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রশ্ন: সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, সিরিয়ায় যা কিছু হচ্ছে তা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সরকারপক্ষ এবং বিদ্রোহী-উভয়েই ভুল করছে। উভয়েই ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করছে।

দুই বছর আগে আমি একটি খুতবায় সিরিয়ার পরিস্থিতিএবং সেখানে চলমান ঘটনাবলীর বর্ণনা করে ইসলামী শিক্ষার আলোকে একথা বোঝানো চেষ্টা করেছিলাম এবং এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম যে, যে- দিকে এরা এগিয়ে যাচ্ছে তার পরিণামে ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এমনটিই হয়েছে। এখন সেখানে পরিস্থিতি এতটাই যন্ত্রনাদায়ক যে, তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

সাংবাদিক: লোকে আহমদীদেরকে কাফের কেন বলে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এমনি কেউ উঠে দাঁড়িয়ে অপর একজনকে কাফের বলে দিল আর সে কাফের হলে গেল- এটাই কি আপনা বিশ্বাস? এটা তো সম্পূর্ণরূপে ইসলামী

এরপর ৮ পাতায়..

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

জুমআর খুতবা

আমরা যেন এই অঙ্গীকারকারী হই যে, আমরা নিজেদের মধ্যে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টিনা করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না যা আমাদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক গড়ে তুলবে। আমরা কখনোই আমাদের এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করতে দিব না। আমরা এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এজন্য এমন সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করব যার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদের দিয়েছেন। বরং জগদ্বাসীকেও শয়তান ও দাজ্জাল থেকে পবিত্র করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

আমাদের আজ এই অবশিষ্ট সময়ে এই অঙ্গীকার করা উচিত আর দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা উপেক্ষা করে, আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে সেই পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হই যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন।

প্রকৃত বিষয় হলো তাকওয়া। আসল বিষয় হলো অবিচলতার সাথে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা।

যখন আমরা স্বয়ং নিজেদের জীবনকে তাকওয়ার পথে পরিচালনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করব তখন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হবো যার ফলে পুণ্যের অনুপ্রেরণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকবে।

নিঃসন্দেহে রমযান মাসে তাকওয়ার উচ্চমান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি তরবিয়তী পরিবেশ এবং ব্যবস্থা আমাদের জন্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু তা এজন্য যে, প্রত্যেক রমযানের পর আমরা যেন তাকওয়ার পরবর্তী এবং উন্নত মান অর্জন করতে থাকি। এটি এজন্য নয় যে, রমযানের পর আমরা পুনরায় আবার আমাদের নিম্নমানে ফিরে যাবো।

(মসীহ মওউদ)

"স্মরণ রেখো, এই নামায এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে ইহজগৎ এবং ধর্ম উভয়ই আলোকিত হয়। মানুষ যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে নামায পড়ে তাহলে এই দু'টোই পাওয়া যায়। সত্যিকার অর্থেই এর দাবি পূরণ করে নামায আদায়কারী হলে। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা নামায পড়ে তাদের নামায তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে।"

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই যুগ বিশেষভাবে শয়তানের আক্রমণের যুগ। শয়তান তার সমস্ত কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করছে। এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে পাওয়া যায় না। অতএব এমতাবস্থায় খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন।

সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এই ব্যবস্থাপত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন যে, আমার শিক্ষানুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করো এরপর দেখো; আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদেরকে শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কিতাবকে অগ্রগণ্য না করে এবং তদনুযায়ী আমল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কেবল সময়ের অপচয়মাত্র।

আমাদের সৌভাগ্য হবে, যদি আমরা আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করে এবং নিজেদের বিভিন্ন অবস্থার সংশোধন করে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভু ক্ত হওয়ার দাবি পূর্ণকারী এবং এ দাবি পূরণের জন্য যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ শে এপ্রিল, ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (২১ শাহাদত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ রমযানের শেষ জুমুআ। রমযান অতিবাহিত হয়ে গেছে আর অনেক এমন মানুষ থাকবে যারা রমযানে ইবাদত এবং নিজেদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা করে থাকবে। কিন্তু সেগুলোর ওপর সেভাবে আমল করতে পারেনি, যেভাবে তারা ভেবেছিল। অনেকেই আমাকে এমন পত্র লিখে। আর আজ রমযানের শেষ দিনটিও কয়েক ঘন্টা পর শেষ হতে যাচ্ছে।

জুমুআর দিন সেই আশিসমণ্ডিত দিন যাতে এমন একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত আসে যখন দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সময় হয়ে থাকে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমআ, হাদীস-৯৩৫)

অতএব, যদি আমাদের রমযানের দিনগুলো সেভাবে অতিবাহিত না-ও হয়ে থাকে যেভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল অথবা যেভাবে একজন মু'মিনের (রমযান) অতিবাহিত হওয়া উচিত ছিল, তবুও আমাদের আজ এই অবশিষ্ট সময়ে এই অঙ্গীকার করা উচিত আর দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা উপেক্ষা করে, আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে তৌফিক দিন

যেন আমরা নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে সেই পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হই যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন।

আল্লাহ্ তা'লা অতীব দয়ালু। তিনি আমাদের সকল দোয়া গ্রহণ করার জন্য একথা বলেন নি যে, রমযান মাসে জুমুআর দিন এমন একটি ক্ষণ আসে যখন দোয়া গৃহীত হয়। বরং জুমুআর দিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, আজ যদি আমরা নিজেদের দোয়ায় এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা এই রমযানের পরও নিজেদের তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করতে থাকব, এর জন্য চেষ্টা করব, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকব, আগামী জুমুআ পর্যন্ত নিজেদের সকল ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করতে থাকব, এরপর প্রত্যেক জুমুআর মধ্যবর্তী সময়কে নিজেদের সকল ইবাদত ও পুণ্যকর্ম দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করতে থাকব, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য রাখব, আগামী রমযান পর্যন্ত আমরা সেই পরিকল্পনাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে থাকব যা আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির লক্ষ্যে রমযান মাসের জন্য প্রণয়ন করেছিলাম কিন্তু কোনো কারণে (হয়ত) তার ওপর আমল করতে পারিনি। অতএব, এটি হলো সেই আমল বা কর্ম যা প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করে।

আর যখন আমরা একনিষ্ঠ হয়ে নিজেদের সকল ইবাদত এবং স্বীয় আমল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন করব তখন আল্লাহ্ তা'লা, যিনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু, অযাচিত দানকারী, বার বার কৃপাকারী, তিনি আমাদেরকে সেসব কল্যাণে ধন্য করতে থাকবেন যেগুলোর ওপর আমরা এই রমযানে কিছুটা হলেও আমল করতে পেরেছি। অতএব প্রকৃত বিষয় হলো তাকওয়া। আসল বিষয় হলো অবিচলতার সাথে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা।

মূল বিষয় হলো খোদা তা'লার ভীতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। যদি এগুলো থাকে আর আমরা পুনরায় জগৎমুখী সেই জীবনে ফিরে না গিয়ে থাকি যেখানে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য করার বিষয়টি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমরা ইবাদত এবং স্বীয় সংশোধনের জন্য এই রমযানে যতটুকু চেষ্টা করেছি এবং যেমনই করেছি, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলো গ্রহণ করে আমাদেরকে পুরস্কৃত করতে থাকবেন। অতএব এটি হলো মৌলিক নীতি যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই লক্ষ্য অর্জন করার বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আর যখন আমরা স্বয়ং নিজেদের জীবনকে তাকওয়ার পথে পরিচালনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করব তখন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হবো যার ফলে পুণ্যের অনুপ্রেরণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকবে।

আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত করেছি। আর যেসব শর্তে বয়আত করেছি সেগুলোর সারাংশই হলো, সর্বদা তাকওয়া দৃষ্টিপটে থাকবে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই (ব্যাপারে) বারংবার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যেন আমাদের জীবনে সেই বিপ্লব সাধিত হয় যা প্রত্যেক বছর কেবলমাত্র এক মাসের বিপ্লব হবে না বা বছরে শুধুমাত্র এক মাস এই বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা হবে না। নিঃসন্দেহে রমযান মাসে তাকওয়ার উচ্চমান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি তরবিয়তী পরিবেশ এবং ব্যবস্থা আমাদের জন্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু তা এজন্য যে, প্রত্যেক রমযানের পর আমরা যেন তাকওয়ার পরবর্তী এবং উন্নত মান অর্জন করতে থাকি। এটি এজন্য নয় যে, রমযানের পর আমরা পুনরায় আবার আমাদের নিম্নমানে ফিরে যাবো।

অতএব যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করার এবং আমাদের সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন আর এই (বিষয়ে) তিনি বারবার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। অতএব এক উপলক্ষ্যে তিনি (আ.) বলেন, "অতএব আমি প্রেরিত হয়েছি যেন সত্য ও ঈমানের যুগ পুনরায় ফিরে আসে এবং হৃদয়সমূহে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। কাজেই, এসব কাজই হলো আমার আবির্ভাবের মূল কারণ। এটিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি (আ.) বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, পুনরায় আকাশ ভূ -পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হবে, যদিও তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। "

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৯৩-২৯৪)

অতএব এগুলো হলো সেসব বিষয় বা প্রতিশ্রুতি যেগুলো সর্বদা আমাদের নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তাঁর (আ.) যুগ, যা 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যত'-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ, তাতে তাঁর (আ.) অনুসারীরাই রয়েছেন যাদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা করতে হবে এবং এর উন্নত মান অর্জন করতে হবে। আর এটি কেবলমাত্র এক মাসের নেকী বা পুণ্য করার আকাঙ্ক্ষা অথবা এক মাসের ইবাদত এবং ইবাদতের প্রতি গভীর আকর্ষণ অথবা মসজিদগুলোকে এক মাসের জন্য বিশেষভাবে আবাদ করার ফলে অর্জিত হবে না, বরং সত্য যখন মেনেছি, যখন তাঁকে (আ.) মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী মেনে বয়আত করেছি তখন ঈমানের মান উন্নত করার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত।

আর আমরা যখন এমন হয়ে যাব তখন আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যারা বয়আতের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করেছেন এবং এর অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। আর এরাই হবে সেসব মানুষ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছেন যে, "আমি তোমার সাথে এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি"। (তাযকেরা, পৃ: ৬৩০, ৪র্থ সংস্করণ)

কারো প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত তো এটিই এবং তা-ই হওয়া উচিত যে, তার কথার ওপর যেন আমল করা হয় এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী যেন স্বীয় জীবন অতিবাহিত করা হয়। অতএব, এখানে আল্লাহ্তা'লা নিজেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয়দের সাথে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা যখন কারো সঙ্গী হয়ে যান তখন তার আর অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে না।

অতএব আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান, যারা স্বীয় ঈমানের এই মান অর্জন করেছেন; যেখানে তারা স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করেছেন। তার ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করে।

অতএব আমাদের নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (আবির্ভাবের) উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। আর এটি তখনই হবে যখন আমরা অবিচলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করব। তিনি (আ.) এই উদ্ধৃতিতে একথাও বলেছেন যে, পুনরায় আকাশ ভূ -পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হবে। আর আকাশ বা ভূ -পৃষ্ঠনিকবর্তী তখনই হবে এবং আমরা এর কল্যাণ তখন লাভ করব, খোদা তা'লা তখন আমাদের নিকটবর্তী হবেন যখন কুরআন ও সুন্নতের আলোকে আমরা সেই পথে পরিচালিত হবো যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমরা সেই সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হয়, যাদের দোয়া খোদা তা'লা শ্রবণ করেন।

যখন আমরা নিজেদের জীবনে এরূপ দৃশ্যাবলী অবলোকন করবো তখন অন্যদেরকেও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই আহ্বান জানাতে পারব যে, তোমরা যদি খোদা তা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে চাও, নিজেদের ঈমানকে সু দৃঢ় করতে চাও তবে এসো, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে গ্রহণ করো। আর এটি শুধুমাত্র তাকওয়ার উন্নত মান অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব, এবং এটি তখনই সম্ভব যখন এই মান অর্জনের পর আমরা এর ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির দৃশ্যাবলীও দেখতে পাব। কাজেই, আমাদের মধ্যে যারা এই নীতিটি বুঝেছেন এবং নিজেদের জীবন পুণ্য ও তাকওয়ার উন্নত মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন অথবা উন্নীত করার চেষ্টা করছেন, তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবেন। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এসব দৃশ্য দেখতে পারে, যদি কেউ নিজের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুসারে তাকওয়ার পথে বিচরণকারী বানিয়ে নেয়।

প্রকৃত তাকওয়া কী এবং এই পথে বিচরণকারীর কেমন হওয়া উচিত এবং তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কীরূপ হয়ে থাকে– এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,প্রকৃত তাকওয়ার সাথে অজ্ঞতা একত্রিত হতে পারে না। {এটি একটি মৌলিক বিষয়যে, মুত্তাকী অজ্ঞ হতে পারে না। সত্যিকার মুত্তাকী ইবাদতকারী হবে এবং একইসাথে বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবে। অতএব এটি হলো সেই মৌলিক বিষয় যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এরপর {তিনি (আ.) বলেন,} প্রকৃত তাকওয়া নিজের সাথে এক প্র কার জ্যোতি রাখে, যেমনটি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা মুত্তাকী হবার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকো এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইত্তেকা (তথা খোদাভীতির) বৈশিষ্ট্য ধারণ ও তাতে অবিচল থাকার পথ অবলম্বন করো, তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা আনফাল: ৩০ ও সূরা হাদীদ: ২৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইত্তেকার বৈশিষ্ট্য ধারণ ও তাতে অবিচল থাকার পথ অবলম্বন করলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। সেই পার্থক্য হলো, তোমাদেরকে এক জ্যোতি দেওয়া হবে যেই জ্যোতির সাহায্যে তোমরা নিজেদের সকল পথে বিচরণ করবে। অর্থাৎ সেই জ্যোতি তোমাদের কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা, শক্তিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহে সৃষ্টি হবে। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের আনুমানিক কথাতেও জ্যোতিথাকবে, তোমাদের চোখেও জ্যোতি থাকবে, তোমাদের কান এবং তোমাদের ভাষা আর তোমাদের বর্ণনা ও তোমাদের প্রতিটি গতি ও স্থি তির মাঝে জ্যোতি থাকবে; আর যেসব পথে তোমরা বিচরণ করবে সেগুলো

জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে যাবে। মোটকথা, তোমাদের যত পথ রয়েছে- শক্তিবৃত্তির পথ হোক, ইন্দ্রিয়সমূহের পথ হোক- সেগুলো সবই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমরা আপাদমস্তক জ্যোতির মাঝেই চলাফেরা করবে। ”

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮)

অতএব এটি হলো সেই মর্যাদা যা একজন মু'মিন ও মুত্তাকীর অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

রমযান অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমরা এই মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারি। আমাদের মধ্যে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এই মান অর্জন করে যে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের ওপর আল্লাহ্ তা'লার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে, আমাদের চলাফেরা, ওঠাবসা- তথা সকল কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে। যখন এমন অবস্থা (সৃষ্টি) হবে তখনই গিয়ে আমরা আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতির অংশ লাভ করতে পারব। জাগতিক চাকচিক্যের পরিবর্তে যদি আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয় তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূর্ণকারী হবো। আমরা আন্তরিক চেষ্টার সাথে নিজেদের অঙ্গীকার পালনকারী হবো। যদি এই পবিত্র পরিবর্তনকে আমরা নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা না রাখি এবং এর জন্য সচেষ্ট না হই তবে আমাদের দাবি ভ্রান্ত। রমযানে সাময়িকভাবে কৃত পুণ্যকর্মও আমাদের কোনো উপকারে আসবে না। অতএব আমাদেরকে সর্বদা এই চেতনার সাথে নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এই তাকওয়া অর্জনের জন্য অনবরত চেষ্টা করছি কি? যা পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি এভাবে নিজেদের জীবন গড়ার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চিত আমরা শয়তানের মোকাবিলা করার জন্যও প্রস্তুত আছি। এরপর শয়তানের মোকাবিলায় আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাহায্যও করবেন আর শয়তানের সকল আক্রমণ ব্যর্থ ও বিফল করবেন। বর্তমানে শয়তান তো আমাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং খোদা তা'লার সাহায্য ছাড়া এর খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর তাকওয়ার পথে বিচরণকারীদের সাথেই থাকে খোদা তা'লার সাহায্য।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই যুগ বিশেষভাবে শয়তানের আক্রমণের যুগ। শয়তান তার সমস্ত কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করছে। এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে পাওয়া যায় না। অতএব এমতাবস্থায় খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন।

টিভি হোক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা অন্যান্য প্রোগ্রাম হোক অথবা বাচ্চাদের স্কুল হোক বা তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম- সর্বত্র শয়তান দাজ্জালের মাধ্যমে এমন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যা থেকে খোদা তা'লার সাহায্য ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবই নয়।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চিন্তা হলো, নিজেদের সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দাজ্জাল ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার বিষয়ে আর এর অনেক বেশি প্রয়োজনও রয়েছে। আর এর জন্য প্রত্যেক আহমদী পিতামাতার, সকল আহমদী পিতামাতারও চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা উচিত এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনারও চেষ্টা করা উচিত।

এজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকওয়ার উচ্চমান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত; যাতে আল্লাহ্র সাহায্যে এভাবে দাজ্জালের মোকাবিলা করতে পারেন। রমযানের পরও আমাদের শিথিল হওয়া উচিত নয়, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় বরং নিজেদের পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে আমাদের বাড়িঘরে স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিবেশ বজায় থাকে।

নিজেদের ইবাদতের সুরক্ষা করা উচিত। শয়তান এবং দাজ্জালের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

শয়তানের কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,স্মরণ রাখা উচিত! শয়তানের বিকাশকেই মূলত দাজ্জাল বলা হয় যার অর্থ হলো হিদায়াতের পথ থেকে ভ্রষ্টকারী কিন্তু শেষ যুগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, সে সময় শয়তানের সাথে অনেক যুদ্ধ হবে কিন্তু অবশেষে শয়তান পরাজিত হবে। এই আশার বাণীও শুনিয়েছেন যে, তাকওয়ার পথে পরিচালিত হতে থাকলে এবং মোকাবিলা করতে থাকলে শয়তান পরাজিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, যদিও সকল নবীর যুগেই শয়তান পরাজিত হতে থেকেছে কিন্তু তা ছিল কেবল সাময়িক। প্রকৃতঅর্থে তার পরাজয়বরণ মসীহ্'র হাতে নির্ধারিত ছিল। আর খোদা তা'লা এতটা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ । তিনি (আ.) বলেন, তোমার সত্যিকার অনুসারীদেরকেও কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দান করবো।”

অতএব প্রকৃত অনুসারী হবার জন্য, তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। অতএব তিনি (আ.) বলেন, শয়তান এই শেষ যুগে পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করছে কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হবে।”

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬০)

ইনশাআল্লাহ। কাজেই, শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষার এবং বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও দিয়েছেন। তাঁর প্রতি দু'তিন বার এই এলহাম হয়েছে কিন্তু এখেকে প্রকৃতপক্ষে তারাই লাভবান হবে যারা তাঁর সত্যিকার অনুগত এবং তাঁর শিক্ষার ওপর আমলকারী। এ সম্পর্কে একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, “একথা সত্য যে, তিনি আমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আমার অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। কিন্তু প্রণিধানের বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র আমার হাতে বয়আত করলেই (আমার) অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মাঝে অনুসরণের পুরো বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা সৃষ্টি না করবে (সে আমার) অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ অনুসরণ না করবে, এমন অনুসরণ যেন আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায় এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইত্তিবা' বা অনুসরণ শব্দটি যথার্থ প্রমাণিত হয় না। তিনি (আ.) বলেছেন, এখেকে বুঝা যায় খোদা তা'লা আমার জন্য এমন জামা'ত নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা আমার আনুগত্যে বিলীন হবে এবং সম্পূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করবে।” (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

আল্লাহ্ তা'লা এমন জামা'ত দান করবেন ঠিকই তা আমরা হই বা অন্য লোকদের হোক। আজ হোক বা (আগামী) কাল অথবা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে কিংবা আমাদের মাঝে কতিপয় হোক অথবা অধিকাংশ হোক; তিনি (আ.) এই জামা'ত অবশ্যই লাভ করবেন, (এটি) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। অতএব এই শব্দগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করার মতো।

আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের আনুগত্যের মান কেমন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের জামা'ত ও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের জন্য যে দোয়া করেছেন আমরা কি তার উত্তরাধিকারী হচ্ছি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার সেসব অনুগ্রহের ভাগীদার হচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁকে (আ.)-কে দিয়েছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের সদস্যদের মাঝে তাকওয়ার যে মান দেখতে চান আমরা কি সেসব অর্জনের চেষ্টা করছি?

যদি এমনটি না হয় তাহলে কয়েক দিনের দোয়া, শুধুমাত্র রমযানের দোয়া এবং কয়েকদিনের ইবাদত এবং কান্নাকাটি আমাদেরকে সেসব পুরস্কারের যোগ্য করবেনা যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন।

এরপর এ বিষয়ে তিনি (আ.) কিশতিয়ে নূহ (পুস্তকে) আরো বলেন,

“স্মরণ রাখতে হবে শুধুমাত্র মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকার করার কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্প তথা নিয়্যত এবং দোয়া এর সাথে যুক্ত না হবে। দৃঢ়তার সাথে এর ওপর পরিপূর্ণ আমল করা না হবে।” সংকল্পও থাকতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে এরপর পূর্ণরূপে আমল করতে হবে। {তিনি (আ.)} বলেন, “অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ করে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে 'ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্দার'। অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তোমার চার দেওয়ালের মধ্যে রয়েছে আমি তাকে রক্ষা করবো।”

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১০)

কাজেই, সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এই ব্যবস্থাপত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন যে, আমার শিক্ষানুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করো এরপর দেখো; আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদেরকে শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেসব অস্ত্রশস্ত্রেও সুসজ্জিত করবেন যেগুলো ব্যবহার করে আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবো। শুধু রক্ষাই পাবো না বরং সেটিকে ধ্বংস করতেও সক্ষম হবো। আর শয়তানকে চিরকালের জন্য বিনাশকারী এবং দাজ্জালের সকল আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকবো। তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, “কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এর মৃত্যু অর্থাৎ, শয়তানের মৃত্যু শুধু এতটুকুই নয় যে, মুখ দিয়ে বললাম শয়তান মরে গেছে আর সে মরে যাবে। বরং তোমাদেরকে কার্যত প্রমাণ করে দেখানো উচিত যে, শয়তান মরে গেছে। শয়তানের মৃত্যু বুলিসর্বস্ব নয় বরং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা উচিত। কেবল মৌখিকভাবে শয়তানের মৃত্যুর ঘোষণা দিতে থেকো না বরং আমাদের প্রতিটি কাজকর্ম, আমাদের সকল অবস্থার মাধ্যমে যেন এই কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আমরা নিজেদের শয়তানকে হত্যা করছি। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, শেষ মসীহর যুগে শয়তান সম্পূর্ণরূপে মরে যাবে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, যদিও শয়তান প্রত্যেক মানুষের সাথেই থাকে, কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সামনে একটি আদর্শ ও সুন্নত বর্ণনা করেছেন, শয়তানকে পরাভূত করতে চাইলে সেই আদর্শের ওপর আমাদের আমল করা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে,

এই যুগে শয়তানকে সমূলে বিনাশ করা হবে। এটি তো তোমরা জানোই যে, লা-হাওল পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়। (লা-হাওল পড়লে শয়তান পালায়) কিন্তু সে এতটা বোকা নয় যে, শুধুমাত্রমৌখিকভাবে লা-হাওল পড়লে বা বললেই সে পালিয়ে যাবে। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ পড়লেই শয়তান পালিয়ে যাবে, এমনটি নয়) এভাবে একশ' বার লা-হাওল পড়লেও শয়তান পালাবে না। বরং আসল কথা হলো, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লা-হাওল প্রবাহিত হয়, আর যে সর্বদা খোদা তা'লার সমীপেই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তাঁর সত্তা থেকেই কল্যাণ লাভ করতে থাকে, তাকেই শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করা হয়।

হৃদয় থেকে ধ্বনি উচ্চকিত হওয়া উচিত, মর্ম অনুধাবন করা উচিত, শুধু বুলিসর্বস্ব হলে চলবে না। আর তারাই সফলকাম হয়।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

পুনরায় নিজের এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূচনাও দোয়ার মাধ্যমে করেছেন আর এর সমাপ্তিও দোয়ার মাধ্যমেই করেছেন। এর অর্থ হলো, মানুষ এতটাই দুর্বল যে, খোদার করুণা ছাড়া পবিত্র হতেই পারে না। একটি বৈঠকে উল্লেখ করেছিলেন। অন্যত্র এক রিপোর্টে এভাবে বাক্য বর্ণিত হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র আখ্যায়িত কোরো না, কেননা আল্লাহ্ পবিত্র না করা অবধি কেউ পবিত্র হতে পারে না। যাহোক, এরপর তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্য ন্ত আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যও সহযোগিতা না পাওয়া যায় কেউ নেকী বা পুণ্যে উন্নতি করতেই পারে না। পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য অপরিহার্য। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যাকে খোদা জীবিত করেন সে ছাড়া সবাই মৃত; যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দেন তিনি ব্যতীত সবাই পথভ্রষ্ট; আল্লাহ্ যাকে দৃষ্টিশক্তি দেন তিনি ছাড়া সবাই অন্ধ।

মূলত , একথা সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার কৃপা লাভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের ভালোবাসার বেড়ী গলায় জড়িয়ে থাকে। আর কেবল সে-ই এর থেকে মুক্তি পায় যার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয় করুণা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্র অনুগ্রহের ধারাও দোয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়। আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। কিন্তু এটি মনে কোরো না যে, দোয়া কেবল মৌখিক বুলির নাম। বরং দোয়া এক প্রকার মৃত্যু যার পরে (প্রকৃত) জীবন লাভ হয়। যেভাবে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি পঙক্তি রয়েছে- "জো মাঙ্গে সো মার রাহে, মারে সো মাঙ্গন জা" অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর নিজেকে মৃতবত করতে হয়। অতএব, যদি মৃতবত অবস্থা সৃষ্টির সাহস থাকে তাহলে প্রার্থনা করো। যদি এটি করতে পারো এবং করো তাহলে প্রার্থনা করো। তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার মাঝে এক প্রকার চৌম্বকীয় আকর্ষণ থাকে যা কল্যাণ ও অনুগ্রহকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। এটি কেমন দোয়া? এটিতো কোনো দোয়া নয় যে, মুখ দিয়ে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলতে থাকে আর হৃদয়ে চিন্তা থাকে- অমুক ব্যবসা এভাবে করবো। (মু খে কিছু বলছে, চিন্তা অন্যদিকে আর হৃদয় অন্য কোথাও ঘুরছে।) অমুক জিনিষ রয়ে গেছে। এই কাজ এভাবে করা উচিত ছিল। যদি এভাবে হয়ে যায় তাহলে এমনটি করবো। মাথায় জাগতিক চিন্তাভাবনা বেশি ঘুরপাক খেতে থাকে আর মুখ দিয়ে বাহ্যত দোয়া নির্গত হয়।তিনি (আ.) বলেন, এটি তো মূলত জীবন নষ্ট করার নামান্তর। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র কিতাবকে অগ্রগণ্য না করে এবং তদনুযায়ী আমল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কেবল সময়ের অপচয়মাত্র। (আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে যেসব আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন, সেগুলো পাঠ করো। রমযানে আমরা সেগুলো পড়েছিও আর দরসও শুনেছি, তদনুযায়ী আমল করো আর দেখো! এরপর যে জীবন অতিবাহিত করবে, সেটিই প্রকৃত জীবন। এটিই সেই জীবন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কৃপা বর্ষণ করেন।)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ (সূরা আল্ মু'মিনূন: ২-৩) অর্থাৎ দোয়া করতে করতে মানুষের হৃদয় যখন বিগলিত হয় আর খোদার দরবারে এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পতিত হয় যেন এতেই নিমগ্ন হয়ে যায় আর সকল ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ ও সাহায্য কামনা করে এবং এরূপ একাগ্রতা অর্জিত হয় যে, এক প্রকার ভাবাবেগ ও কোমলতা সৃষ্টি হয়, তখন সফলতার দ্বার উন্মোচিত হবে। (সেসব মু'মিনই সফলতা লাভ করবে যাদের নামায বিনয় ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। হৃদয় যখন সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হবে তখনই সফলতার দ্বার উন্মোচিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার আশিস এবং সাহায্য তখন আসে যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হয়ে মানুষ দোয়া করতে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, তখন সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয় যার ফলে জগতের ভালোবাসা শীতল হয়ে যায় বা লোপ পায়, কেননা দু'টি ভালোবাসা একস্থানে সমবেত থাকতে পারে না। যেমনটি লেখা আছে,

হাম খোদা খাহী ওহাম দুনিয়ায়ে দূঁ,
ঈঁ খেয়াল আস্ত ওয়া মুহালাস্ত ওয়া জনূঁ

অর্থাৎ, তুমি খোদাকেও চাও আবার এই নশ্বর জগৎও চাও, এটি তো অলীক কল্পনা ও অসম্ভব বিষয় (এ দু'টি বিষয় একত্রে অবস্থান করতে পারে না) এটি উন্মাদনা ও পাগলামির নামান্তর।

তিনি (আ.) বলেন, এ জন্যই এরপর খোদা তা'লা বলেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ(সূরা আল্ মু'মিনূন: ৪) এখানে 'লাগব' দ্বারা জগৎকে বুঝায়। অর্থাৎ মানুষ যখন নামাযে বিনয় ও কোমলতা লাভ করতে আরম্ভ করে তখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, জগৎপ্রেম তার হৃদয় থেকে উবে যায়। এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, সে চাষাবাদ অথবা ব্যবসা বা চাকুরি ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। বরং সে পার্থি ব এমন কাজকর্ম যা প্রতারিত করে এবং আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে দেয় (সেগুলো) পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে। (জাগতিক এমন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পরিপন্থী।) এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে অন্যত্র এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ- (সূরা আন্ নূর: ৩৮) অর্থাৎ আমাদের এমন বান্দারাও আছে যারা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (বা কারখানায়) এক মুহূর্তের তরেও আমাদেরকে ভুলে যায় না। (কাজ করতে থাকলেও আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় না)। তিনি (আ.) বলেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে তারা জগৎপূজারী আখ্যায়িত হয় না বরং জগৎপূজারী সে যে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে না।"

যাহোক, এরপর আল্লাহ্র বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এমন লোকদের আহাজারি (অর্থাৎ খোদার বান্দাদের) কান্নাকাটি, আকুতিমিনতি এবং খোদার সমীপে মিনতির কল্যাণে এই ফলাফল সৃষ্টি হয় যে, এমন লোকেরা ধর্মের ভালোবাসাকে জাগতিক ভালোবাসা, লোভ-লালসা এবং বিলাসিতা- (তথা) সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়।

(এটি হলো ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার সংজ্ঞা।) কেননা এটি নীতিগত বিষয় যে, একটি পুণ্যকর্ম অপর পুণ্যকর্মকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর একটি মন্দকর্ম অপর একটি মন্দকর্মের প্ররোচনা দেয়। যখন তারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তখন এর আবশ্যিক ফলাফল এটিই হয়ে থাকে যে, তারা স্বভাবতই বাজে কাজ পরিহার করে এবং এই নোংরা জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে আর এই জগৎপ্রেম বিলুপ্ত হয়ে তাদের মাঝে খোদাপ্রেম সৃষ্টি হয়ে যায়।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬২)

নামায তাদেরকে পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও জগৎ তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় না যেমনটি আমি গত খুতবায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ব্যাখ্যায় বলেছি যে, মকসূদ, মতলূব এবং মাহবূব (তথা উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমাস্পদ) হয়ে থাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

অতএব এই হলো সেই মানদণ্ড যেটি আমাদেরকে নিজের (ভেতরকার) শয়তানকে হত্যা করার জন্য অবলম্বন করতে হবে। শয়তানকে বিতাড়নের জন্য যদি 'লা হাওল' পড়ি, তাহলে প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের মনমস্তিস্কে এই বিষয়টি বদ্ধমূল থাকা উচিত যে, সকল শক্তি ও সামর্থ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন খোদা তা'লা। আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ব্যতিরেকে (গাছের) একটি পাতাও ঝরতে পারে না। বলতে গেলে তো আমাদের অধিকাংশই বলে থাকি যে, এটিই আমাদের বিশ্বাস, আমরা এটিই মান্য করি। কিন্তু যখন (নিজেদের জীবনে) বাস্তবে করে দেখানোর সময় আসে তখন অন্যান্য জাগতিক ভয়ভীতি এবং জাগতিক ভালোবাসা এবং (জাগতিক) কামনা-বাসনা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্র কৃত ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ইবাদত এমন হওয়া উচিত যে, এর প্রভাব আমাদের দেহ-মন উভয়ের ওপর পড়বে। আর যখন ইবাদতের এই মান অর্জিত হবে তখন বাহ্যিক মূল নীতি - নৈতিকতাও উচ্চতায় আরোহিত হতে থাকে। মন-মস্তিস্ক এবং আত্মা পবিত্র হয়। শয়তানের প্র ত্যেক আক্রমন এবং সকল প্রকার প্রতারণা থেকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার কারণে রক্ষা পায়। ইবাদতের সেই মান মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয় যার মাঝে কোনো প্রকার গায়রুল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্ বৈ অন্য কোনো অস্তিত্বে)র অনুপ্রবেশ থাকে না। নামায এবং ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদানের পাশাপাশি এ বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, অধিকার প্রদানের বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নামায হলো ইবাদতের মগজ বা সার। (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৭)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

আমরা যখন সেই মগজ বা মূল অর্জনের চেষ্টা করব, তখন নামাযের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবো এবং ইবাদতের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবো, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারীও হবো, নিজেদের আত্মা এবং দেহেও এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী হবো। নতুবা বাহ্যিক নামায কোনো উপকার সাধন করে না। (এমন) অসংখ্য নামাযী আছে যারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়া সত্ত্বেও নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতায় সীমালঙ্ঘন করেছে। এসব উগ্রপন্থী সংগঠন, নামসর্বস্ব মোল্লারাআল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে এমন কোন্ অত্যাচার-নিপীড়ন আছে যা তারা করছে না? এরা জগতের শান্তি বিনষ্ট করেছে। এরা ঐসব জগৎপূজারীদের চেয়ে বেশি অত্যাচারী যারা জাগতিক স্বার্থে অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা তো জাগতিক স্বার্থে নিপীড়ন করছে কিন্তু এরা (উগ্রপন্থীরা) পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী খোদা ও রহমাতুল্লিল আলামীন তথা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ রসূল (সা.)-এর নামে অত্যাচার-নিপীড়ন করছে। অতএব এদের মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে একজন আহমদীর উচিত নিজেকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাকারী বানানো। আমাদের সকল নামায এবং আমাদের ইবাদত আর আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। আমরা যদি এই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হই তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (হাতে) বয়আতের দায়িত্বও যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম হলাম এবং রমযানের আশিস থেকেও কল্যাণ লাভ করলাম।

আমাদের নামায কীরূপ হওয়া উচিত এবং কীভাবে নামাযের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকরতে হবে, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

স্মরণ রাখা উচিত যে, নামাযই সেই জিনিস যদ্বারা সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। কিন্তু নামায দ্বারা সেই নামায বুঝায় না যা সর্বসাধারণ প্রথাগতভাবে পড়ে থাকে বরং উদ্দেশ্য হলো সেই নামায, যদ্বারা মানুষের হৃদয় বিগলিত হয় আর আল্লাহ্র আস্তানায় পতিত হয়ে এতটাই মোহিত বা নিমগ্ন হয়ে যায় যে, (হৃদয়) গলে যেতে থাকে। এরপর এটিও অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, নামাযের সুরক্ষা এজন্য করা হয় না যে, খোদা তা'লার এটির প্রয়োজন রয়েছে।"

আমরা নামায পড়ি অথবা এর সুরক্ষা এজন্য করি না যে, খোদা তা'লার আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে। "আমাদের নামাযের কোনো প্রয়োজন খোদার নেই।" তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার আমাদের নামাযের কোনো প্রয়োজন নেই। "কেননা, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতেরই অমুখাপেক্ষী, তাঁর কারো প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হলো, মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এবং এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মানুষ স্বয়ং নিজের কল্যাণ কামনা করে।" মানুষ নিজের ভালো চায়, এটিই সত্য। "আর এজন্যই সে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।" মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্যই খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করে। "কেননা এটি সত্য কথা যে, খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার অর্থ হলো সত্যিকার কল্যাণ অর্জন করা। সমগ্র জগৎও যদি এমন মানুষের শত্রু হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসের জন্য উন্মুখ থাকে তবুও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না আর এমন মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লার লক্ষ-কোটি মানুষকে ধ্বংস করতে হলেও তিনি তা করেন এবং এই একজনের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে (তিনি) ধ্বংস করে দেন। "

তিনি (আ.) বলেন, " স্মরণ রেখো, এই নামায এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে ইহজগৎ এবং ধর্ম উভয়ই আলোকিত হয়।

মানুষ যদি আল্লাহ্র খাতিরে নামায পড়ে তাহলে এই দু'টোই পাওয়া যায়। সত্যিকার অর্থেই এর দাবি পূরণ করে নামায আদায়কারী হলে। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা নামায পড়ে তাদের নামায তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামাযের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার তৌফিক দিন।কখনো যেন এমন নামায না পড়ি যা আল্লাহ্ তা'লা কে অসন্তুষ্ট করবে। আমরা যেন আল্লাহ্তা'লার পুরস্কারাজির উত্তরাধিকারী হই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে (আমরা) যেন সেসব প্রতিশ্রুতির ভাগীদার হয়ে যাই যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এমন ইবাদতে অভ্যস্ত করতে পারিযারা তাদের নিজেদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে।

এমনটি হলে, যেভাবে হযরত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, পৃথিবীর কোনো দাজল বা প্রতারণা, শয়তানের কোনো আক্রমণই আমাদের কেশাগ্রও বাকা করতে পারবে না। পৃথিবীর মানুষ আমাদের ধ্বংসের জন্য যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের খাতিরে লক্ষ কোটি মানুষকেও ধ্বংস করেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের মান অনেক উন্নত করতে হবে। এ যুগে দাজ্জাল তো ধ্বংস হবেই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এটি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের সৌভাগ্য হবে, যদি আমরা আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করে এবং নিজেদের বিভিন্ন অবস্থার সংশোধন করে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভু ক্ত হওয়ার দাবি পূর্ণকারী এবং এ দাবি পূরণের জন্য যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এই ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করেছেন যে; কান্নাকাটি, আহাজারি ও আকুতিমিনতি করা। অর্থাৎ অনেক কাকুতিমিনতি করে আহাজারি করা। খোদা তা'লার সমীপে সমর্পিত হওয়ার মাধ্যমেই (ঐশী সন্তুষ্টি) লাভ হয়।

অতএব এই পদমর্যাদা লাভের চেষ্টা করুন, কিন্তু কীভাবে করবেন? তিনি (আ.)বলেন, তোমাদের দিন বা রাতের কোনো মুহূর্তই যেন দোয়া বহির্ভূত না থাকে।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৭)

যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবো। প্রতিটি শয়তানী আক্রমণ এবং দাজ্জালের আক্রমণই ব্যর্থ ও বিফল হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষাসম্মত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি। আর তাঁর হাতে বয়আতের দাবি যথাযথভাবে পূর্ণকারী হই, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আমাদের (জীবনের) লক্ষ্য হোক। আমরা যেন এই অঙ্গীকারকারী হই যে, আমরা নিজেদের মধ্যে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টিনা করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না যা আমাদের অবস্থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি মোতাবেক গড়ে তুলবে। আমরা কখনোই আমাদের এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করতে দিব না। আমরা এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এজন্য এমন সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করব যার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদের দিয়েছেন। বরং জগদ্বাসীকেও শয়তান ও দাজ্জাল থেকে পবিত্র করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন। স্বয়ং পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরাও বিশেষভাবে আকুতিমিনতি করে নিজেদের জন্য দোয়া করুন। তিন দিন বা চার দিন অথবা এক সপ্তাহ দোয়া করেই ক্ষান্ত হবেন না, ক্রমাগতভাবে দোয়া করতে থাকুন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি মোতাবেক নিজেদের জীবনকে সাজানোর বা গড়ার অঙ্গীকার করুন।

বুরকিনা ফাসো, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া এবং বিশ্বের প্রত্যেক দেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে পবিত্রপরিবর্তন সাধনের এবং দোয়া করার তৌফিক দিন আর সেগুলো কবুলও করুন, আমীন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন-

'আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তৌফিকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করব তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানীত নেতা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) হলেন 'খাতামান নবীঈন' ও 'খাইরুল মুরসালীন' যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান , আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিম্বা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সেই ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভুত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তামীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী (সা.) এর অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরণের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।

(ইযালায়ে আওহাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭-১৩৮)

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশাবলী।

১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন,মুত্তাকি হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথপ্রদর্শক হন।

৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম তৈরী করেন যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্ররেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তার উপর দৃষ্টি রাখবেন।

৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কঠোর পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তেরো ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং সমাজের সেবক।

১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। এর পাশাপাশি দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেওয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,লন্ডন, ৩০ এপ্রিল, ২০১০)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

শিক্ষার পরিপন্থী। আমাদের উপর তো এমন অপবাদও দেওয়া হয় যে, আমরা নাকি মনে মনে অন্য কোনও কলেমা পাঠ করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) আঁ হযরত (সা.) এর যুগের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, 'একটি যুদ্ধে জনৈক সাহাবী শত্রুপক্ষের এমন এক সৈন্যকে হত্যা করে বসেন যে নিহত হওয়ার পূর্বে কলেমা তৈয়্যবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه উচ্চারণ করেছিল। আঁ হযরত (সা.) সেই সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, যখন সে কলেমা পাঠ করে নিয়েছিল তবে তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? সেই সাহাবী উত্তর দেন, সে নিহত হওয়ার ভয়ে, মৃত্যু ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। আঁ হযরত (সা.) এর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং তিনি বলেন, ''هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَه'' তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে সে আন্তরিকভাবে কলেমা পাঠ করে নি, বরং মৃত্যু ভয়ের কারণে পড়েছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যেখানে নবী করীম (সা.) জানতেন না, সেখানে বর্তমান যুগের মুসলমানেরা কিভাবে জেনে যায় যে মুখে এক কথা আর অন্তরে অন্য কিছু!

এক সতর্ক বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে সতর্ক করে বলেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপের ইতি ঘটবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করো না। আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোনও কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবেন না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি স্বীয় রুদ্রমূর্তি প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লূতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হয়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়,মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২)

১ম পাতার শেষাংশ.....

এই ধরণের মানুষ পৃথিবীতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় রয়েছে আর প্রতিটি দেশে এদের দেখা মেলে। অনুরূপভাবে হত্যা বলতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুও হতে পারে। অর্থাৎ অর্থ ব্যয়ের ভয়ে সন্তানকে গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে না। পক্ষান্তরে এটা সন্তানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এই কাজ থেকে তোমরা বিরত থাক এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে কুণ্ঠিত না হয়ো না। আর 'কাতাল' (হত্যা) এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে সন্তানকে হত্যা করাকে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। অতএব, এই শব্দের ব্যবহারের দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যে তোমরা কোনও অবস্থাতেই নিজ সন্তানকে নিজের হাতে হত্যা করতে প্রস্তুত হও না, কিন্তু একথা ভেবে দেখ না যে, অন্য এক প্রকার হত্যার সঙ্গে তুমি জড়িয়ে থাকছ। অর্থাৎ সন্তানের আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির বিষয়ে যত্নবান নও আর এইভাবে তোমরা তাদের স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করছ বা তাদের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে যত্নশীল নও আর এইভাবে তাদের নৈতিক অবস্থাও ধ্বংস করছ। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৬)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

“বায়তুল্লাহ্ সত্য সাক্ষ্যপূর্ণ সুস্পষ্ট এক নিদর্শন যা ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনের কেন্দ্র মহান উৎস, সর্বকালেই সেটা জীবন্ত”

[১২ই মে, ১৯৬৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) প্রদত্ত খুতবা জুমআ, দৈনিক আল ফযল, ২১ শে,১৯৬৭]

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (রহে.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

হুযুর (রাহে.) বলেন-

আমি আমার প্রদত্ত খুতবাগুলোতে সেই তেইশটি উদ্দেশ্যের বিষয় বর্ণনা করেছি যা কার্যকর করতে আল্লাহ্ তা’লা-ই হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে দিয়ে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত নবরূপে খাড়া করিয়েছিলেন। আর এটাও বর্ণনা করে যাচ্ছি যে, নবী আকরম (সা.) এর মাধ্যমে সেই লক্ষ্য সমূহ কীভাবে পূর্ণ করা হয়েছে। তিনটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমার প্রদত্ত পূর্ববতী খুতবাগুলোতে বন্ধুদের সামনে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেছি।

পবিত্র কাবাগৃহ বিনির্মাণের চতুর্থ উদ্দেশ্য এই ছিল অথবা এমনও বলা যায় যে হযরত ইব্রহিম (আ.)–এর সাথে আল্লাহ্ তা’লার চতুর্থ প্রতিশ্রুতি এই ছিল যে ‘ফীহে আইয়াতুম বাইয়্যেনাতুম’-আমি জানিয়েছিলাম যে এ বাক্যাংশে হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে আল্লাহ্ তা’লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেনন যে খোদা এই গৃহ এমনই সত্য সাক্ষ্যপূর্ণ প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং ঐক্যমত্যের সাহায্য-সমর্থনপুষ্ট কেন্দ্রস্থল-মহান উৎস, চিরন্তন কাল জীবিত থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণকর্ম দ্বারা এমন উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে আল্লাহ তা’লার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামতকাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে।

কুরআন করীম দাবি করে যে এরই আজ্ঞানুবর্তিতার ফলশ্রুতিতে কিয়ামতকাল পর্যন্ত এই দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরো দাবি হল এই যে,প্রত্যেক জাতিতে ও প্রত্যেক যুগে এমন লোকেরা জন্মগ্রহণকরতে থাকবে যারা এর কল্যাণ ও আশিস থেকে অংশ নিবে এবং আল্লাহ্ তা’লা তাদের মাধ্যমে স্বীয় নিদর্শনসমূহের প্রকাশ ঘটাতে থাকবেন।

‘আইয়াতে বাইয়্যেনাত’ পূর্ববর্তী নবীগণকেও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এমন ছিল, যার সম্পর্ক কেবলই সেই জাতি ও সেই যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র মানবজাতির সাথে সেই সবের সম্পর্ক ছিল না ও প্রত্যেক যুগের সাথেও ছিল না। কিন্তু উদ্ধৃত এই আয়াতে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সাথে, সকল জাতি, গোষ্ঠী ও সকল যুগে সাথে। এই কারণে বিষয়বস্তুর সূচনাতেই ‘ইন্না আওয়ালা বাইতিঁও উযেআ লিন্নাস’ (আলে ইমরান আয়াত:৯৭) এর ‘লিন্নাস’ দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

যদি পূর্ববর্তী উম্মতদেরও আইয়াতে বাইয়্যেনাত প্রদান করা হয়েছিল তবে যার সম্পর্ক সকল জাতি-গোষ্ঠী ও সকল যুগের সাথে, তা কেবলমাত্র হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে বলেন-

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

(সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৫০)

এই আয়াতে বিষয়বস্তু এটা বর্ণিত হয়েছে যে মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক যুগে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে যাদের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের গুঢ় রহস্যাবলী পূর্ণাকারে ও পরিপূর্ণভাবে দান করা হতে থাকবে এবং ওই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের কারণেই তাদের অন্তরে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ভীতিও পাওয়া যাবে। এর ফলে ত াদের অন্তরে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসাও সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, এর ফলে তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশ পালনকারী এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী হয়ে উঠবে। যেহেতু এমন লোক সৃষ্টি হতেই থাকবে, এইজন্য ‘আইয়াত বাইয়্যেনাত’ কুরআন করীমে সাথে যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, বরং বলা যেতে পারে যে কুরআন করীমের সমগ্র দেহাবয়ব জুড়েই মূর্তিমান আয়াত বাইয়্যেনাত বিদ্যমান। ঐ সব (আইয়াত বাইয়্যেনাত) তাদের বুকভরা ভালবাসা থেকেও নিঃসরিত হতে থাকবে ও কুরআন কীমের মহত্ত্বের সেই আলো দ্বারা জগত সর্বদা আলোকিত হতে থাকবে। তবে উম্মতে মুসলিমার মধ্য থেকে এমন কিছু লোকও সৃষ্টি হবে, যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অত্যাচারী হবে, কুরআন করীমের কল্যাণের সেই দুয়ারগুলো তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য রুদ্ধকারী হবে। এমন লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লার আইয়াত বাইয়্যেনাত অবশ্যই প্রকাশ পাবে না, তবে উতুল ইলমা অর্থাৎ এমন লোক, যাদেরকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী জ্ঞান প্রদান করা হবে এরূপ লোক সর্বদা উম্মতে মুসলিমাতে সৃষ্টি হতেই থাকবে এবং ‘আইয়াতে বাইয়্যেনাত’ এর দুয়ার কিয়ামতকাল পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এটা নিছক একটি দাবী নয় বরং ইসলামের ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা’লা-ই ইসলাম ও মহম্মদ রসুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য পৃথিবী ও আকাশ ও সকল যুগকে নিদর্শন দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

সত্য ধর্মের দ্বিতীয় নিদর্শন হল এই যে, এটা মৃত না হয়ে বরং যে কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের বীজ গোড়াতে এর মাঝে বপিত হয়েছিল সে সব কল্যাণ ও মহত্ত্বের আশিসসমূহ মানবকুলের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর শেষ কাল পর্যন্ত এর মাঝে বিদ্যমান থেকে যাবে, যাতে বর্তমান নিদর্শন বিগত নিদর্শনসমূহের সত্যায়নকারী হয়-সত্যতার আলোকে, কেচ্ছাকাহিনী রূপে নয়।

অতএব, আমি বিস্তৃত এক পর্যবেক্ষণ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখছি যে, আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে নবুয়তের দাবী করেছেন এবং দলীল প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলী জগত সমক্ষে মহান রসুল (সা.) উপস্থাপন করেছেন আজও তা যথার্থরূপে বিদ্যমান আর এর অনুসারী ও অনুবর্তিতাকারীরা এখনও তা পেয়ে থাকে যাতে সেই আধ্যাত্মিক অবস্থানে তাঁরা পৌঁছতে পারে এবং যথার্থরূপে খোদা দর্শনের সৌভাগ্য তাদের লাভ হয়।”

(তবলীগে রেসালত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ: ১৪, প্রচারপত্র ১৪)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আব্দুল্লাহ্ জেমস নামে এক খৃষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত পুস্তকের ‘তাসদীকুন নবী’ শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেন-

“কুরআন করীমের চতুর্থ ঐশী নিদর্শন হলো এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও ছাপ যা সর্বদাই এর মাঝে সংরক্ষিত ও চলমান রয়েছে। অর্থাৎ এর মান্যকারীরা ও আজ্ঞাবাহী অনুবর্তিতাকারীরা আল্লাহ্ তা’লার কাছে গ্রহণীয় মর্যাদার স্তরসমূহে পৌঁছতে থাকে ও আল্লাহ্ তা’লার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হয়। খোদা তা’লা তাঁদের দোয়া শুনেন ও তাদেরকে কল্যাণময় আশিসপূর্ণ সাড়া প্রদান করেন। কখনও গোপন রহস্যের ভেদ ও তথ্যাবলীও তাদেরকে জানান ও শেখান এবং নিজের সমর্থন ও সাহায্যের নিদর্শন দ্বারা অপরাপর সৃষ্টদের মধ্য থেকে তাদেরকে নির্বাচিত করেন। এটাও এমনই নিদর্শন যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীয়া-তে চলমান রয়েছে এবং সর্বদা প্রকাশিত হয়েও আসছে, এমনকি কখনও তা প্রমাণিত বাস্তব ও প্রকৃতই উপস্থাপিত।”

(তাসদীকুন নবী, পৃ: ২৩)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিতাবুল বারিয়া’ পুস্তকে বলেন-

‘ইসলাম’-এ যেরূপে, যেভাবে যে পন্থায়, ইসলামের সমর্থনে ও সাহায্যে এবং মহানবী (সা.) সত্যতা সাব্যস্ত করতে এই উম্মতের আওলিয়াগণের মাধ্যমে ঐশী নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, অনুরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধর্মসমূহে মোটেই নেই।

ইসলামই এমন এক ধর্ম, ঐশী নিদর্শনের দ্বারা সর্বদা যার উন্নতি হয়েই চলেছে এবং এর অগণিত আলোক ধারা ও আশিসময় কল্যাণ খোদা তা’লার সান্নিধ্য ও নৈকট্য দান করে দেখিয়েও দিচ্ছে। অবশ্যই জেনে রেখো, ইসলাম স্বীয় ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোনও যুগেই লজ্জাবনত মুখে গ্লানি নিয়ে পিছু হটেনি”

(কিতাবুল বারিয়া, পৃ: ৬৭, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩)

এই প্রাসঙ্গিকতায়-ই মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ সত্তাকে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লা ওই ‘আয়াতে বাইয়্যেনাত’ এর লক্ষ লক্ষ সত্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্তা, তাঁর (আ.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলাামের সত্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন ছিল, সতেজ নিদর্শনসমূহ আকাশ হতে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতো। তা কেবল সেই চোখ দর্শন করা থেকে বঞ্চিত হত, যাতে গোড়ামিপূর্ণ পূর্ব বদ্ধমূল ধারণার পট্টি বাঁধা থাকত। সামান্যতম বোধ ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা,জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা সংস্কারমুক্ত তারা এই প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতে পারত না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সাথে সাথেই সেই আয়াতে বাইয়্যেনাত বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ফলে ইসলামের অভ্যন্তরে এক সজীবতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই দুয়ার যা কতক লোকেরা নিজেদের জন্য নিজেরাই রুদ্ধ করে রেখেছিল, তা যে উন্মুক্ত, সেকথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর পর তাঁর খলীফাগনের মাধ্যমে নিদর্শন প্রকাশের এই ধারা চলমান রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এর জীবন সেই মহান ব্যক্তিগণের জীবন-ই ছিল, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা’লা আলোচিত আয়াতের ‘উতুল ইলমা’ বাক্যাংশে উল্লেখ করেছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এর মর্যাদা তেমনই ছিল। জগত তাঁর (রা.) মাধ্যমে শত সহস্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে। এখনও সেই মর্যাদার প্রবেশ দ্বারাটি বন্ধ নয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা, ফজরের নামাযের কাছাকাছি সময় ইসতেগফারে রত ছিলাম, এক ভয় ও আশঙ্কা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা ও মার্জনা ভিক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে দোয়ায় নিয়োজিত ছিলাম, অকস্মাৎ অনুভব করলাম যে অদৃশ্য এক শক্তি আমাকে তার নিয়ন্ত্রাণাধীন করে নিয়েছে। এই অবস্থায় আমার মুখে একথা উচ্চারিত

হতে থাকল যে, 'কিয়ামে দ্বীন' পরবর্তীতে এক ধাক্কা আমার গোটা শরীর নাড়িয়ে দেয় আর আমি চেতনা ফিরে পাই। এর মর্ম আমি এটা বুঝি যে, চলমান এই খুতবার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে জামাতের সামনে আমি যে কর্মসূচী রাখতে যাচ্ছি তার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং এর স্থায়িত্বের উপকরণ সৃষ্টি করবেন। ইনশাআল্লাহ॥

হাজার হাজার নিদর্শন তো বিদ্যমান যা মুহাম্মদী মসীহ (আ.) এর খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা চলমান রেখেছেন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে রাশেদ খলীফা বিলীনতায় নিজ সত্তাহারা এক আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান করেন, এর জন্য সাধারণভাবে ঐ সব বিষয় তিনি প্রকাশ করেন না , যে সব বিষয় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ভালবাসার প্রকাশক হয়ে থাকে। তবে এমন বিষয় ছাড়া যেগুলোর সম্পর্ক জামাতের সাথে রয়েছে এবং যে সব বিষয় জানিয়ে দেওয়া জরুরী।

নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি একথা বলতে পারি যে, খোলাফায়ে রাশেদীনদের আল্লাহ্ তা'লা সর্বদাই নিষেধ করেন যে, নিজেদের নৈকট্য লাভের কথা যেন খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনামূলক বর্ণনা এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনান্তে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। ইতিহাস, পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনদের মাত্র গুটি কয়েক 'আইয়াত বাইয়্যেনাত' সংরক্ষণ করেছে। যেমনটি আমার পর্যবেক্ষণ হলো ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) এর যুগে সাধারণভাবে প্রকাশিত নিদর্শনের সংখ্যা 'দশ' এর অধিক নয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতের যে খবর বা শুভ সংবাদ হযরত উমর (রা.) কে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে মাত্র গুটি কয়েক ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে, এর বেশি নয়। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্দেশনামূলক বর্ণনায় বলেছেন, ভবিষ্যতের হাজার হাজার সংবাদ লাভ এবং ঐশী বাক্যালাপ ও কথপোকথন পূর্ববর্তী সেই বুজুর্গ খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথেও হয়েছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর নির্দেশনামূলক বর্ণনা যথার্থ রূপেই সঠিক ও সত্য, এটা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইতিহাস এ প্রসঙ্গে নীরব। এজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে সেই বুজুর্গগণ এই সব বিষয় প্রয়োজনের মুহূর্ত ছাড়া জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতেন না। কেবলমাত্র ঐ বিষয়গুলি ছাড়া যার সম্পর্ক জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত এবং যেগুলি জানানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমনটি একবার জামাতের বিরুদ্ধে যখন ফেৎনা ফাসাদ দেখা দিয়েছিল, সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছিলেন, 'যে বিষয়গুলি আমার জানা আছে যদি আমি তা প্রকাশ করে তোমাদের জানিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের জীবিত থাকাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।"

(উক্তিটি হুবহু আমার স্মরণ নেই তবে বিষয়বস্তু এমনই ছিল)

আমি এটা বলেছিলাম যে 'ফীহে আইয়াতুম বাইয়্যেনাত'-এর যে প্রতিশ্রুতি ইব্রাহিম (আ.) দেওয়া হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই প্রতিশ্রুতি পূরণকারী এবং ইতিহাসও একথার সাক্ষী। আবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনকাল ব্যাপী জগত, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ নিদর্শনসমূহের সাক্ষী থেকেছে। তাঁর (আ.) পর তার খলীফাগণের মাধ্যমে, আহমদীয়া জামাতের আরও অন্যান্য যে বুজুর্গগণ রয়েছেন তাদের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন প্রকাশ করে চলেছেন।

এভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণ ও আশিসের দরুণ তাঁর মান্যকারীদের কাছে এর প্রকৃত তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে এর ধরণের বিষয় সাধারণভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়, কেননা এর ফলে আমিত্বের আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর কখনও কখনও এমন আশঙ্কাও দেখা দেয় যে এভাবে মানুষ পাছে খোদা তা'লার বিরাগভাজন হয়।

অতএব কুরআন করীম থেকে এবং যে আদর্শ ও নমুনা উম্মতের আওলিয়াগণ থেকে ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং যে ব্যবহার আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.)-এর প্রেমিকদের সাথে ও তাঁর (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টির পথে নিয়োজিত আত্মোৎসর্গকারীদের সাথে করে থাকেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল জাতির মধ্যে ও সকল যুগে 'আইয়াত বাইয়্যেনাত' সমহিমায় বিদ্যমান এবং এর সম্পর্ক কেবল মুসলমানদের সাথে, অন্য কোন ধর্ম এরূপ দাবী করতে পারে না এবং এটা সত্য প্রতিপন্ন করার সামর্থ্যও রাখে না।

পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের পঞ্চম উদ্দেশ্য: 'মাকামে ইব্রাহিম'

এখানে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ইব্রাহিম (আ.) এর মর্যাদাপূর্ণ এই অবস্থান থেকেআল্লাহ্-প্রেমিক এমন জামাত সৃষ্টি হতেই থাকবে, যারা জাগতিক মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের যাবতীয় ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্খা ত্যাগ করে আত্মবিলীনতার মর্যাদা অর্জনকারী হবে। সঠিকভাবে অনুধাবন করে থাকলে ''আইয়াতে বাইয়্যেনাত' এবং 'মাকামে ইব্রাহিম' এর মধ্যে স্বচ্ছ ও গভীর এক সম্পর্ক বিদ্যমান।

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতের মধ্যে আইয়াতে বাইয়্যনাত এর এক সমুদ্র সর্বদা সচল রয়েছে, কাজেই উম্মতে মুহাম্মাদীয়াতে সম্ভব হয়েছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এমন বুজুর্গগণের সন্ধান পাওয়া, যারা মাকামে ইব্রাহিম অর্জনকারী হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে মাকামে ইব্রাহিম হলো মাকামে মুহাম্মাদী-র ছায়া বা প্রতিবিম্ব। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-যে মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন সেখানে তার নাগাল পাওয়া দৃষ্টির পক্ষে তো সম্ভব নয়। তবে সেই স্তরের অধঃস্তন মর্যাদার যে স্তর তা হল মাকামে ইব্রাহিম। এক প্রতিবিম্ব রূপেই হযরত ইব্রাহিম (আ.) ঐ আইয়াত বাইয়্যেনাত থেকে অংশ নিয়েছেন। কুরআন করীম দাবী করে, আমার মান্যকারীদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় এমন ব্যক্তিদের জন্ম হবে যারা আত্মবিলীনতার সেই মর্যাদালাভকারী হবে। আত্মবিলীনতার মর্যাদা, সেটা আবার কি জিনিস! এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'প্রেমময় সত্তা, মর্যাদার এক স্তর, যার উপর পবিত্র কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ মান্য ও পালনকারীকে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে এবং তার স্পন্দনবাহী ধমনী ও শিরায় ঐশীপ্রেম এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে রাখে যে, ওটাই তার নিজ জীবন সত্তার মূল উপাদান বরং তার জীবনেরও জীবনে পরিণত হয়।'

প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতি এক অসাধারণ রকমের বিস্ময়কার ভালবাসা তার অন্তরে স্ফুরিত হয়ে দোলা দেয়, অসাধারণ অলৌকিক এক আকর্ষণ তার পরিশুদ্ধ হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে, অপরাপর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐশীপ্রেমের উদগ্র বাসনা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে থাকে, যা সাহচর্যে অবস্থানকারীদের স্বভাব-চরিত্রে, গুণাবলীতে, বৈশিষ্ট ও প্রকৃতিতেও পরিস্ফুটিত ও প্রকাশিত হয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত দলীলরূপে দৃশ্যমান হয়।.... এবং সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সততা ও একনিষ্ঠতার প্রতীক চিহ্ন এটাই যে, সে সবক্ষেত্রেই তার প্রেমাস্পদকে অবলম্বন করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আবার যদি তাঁর পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ এসে উপস্থিতই হয়, তবে প্রেমময় সত্তার বিজয় প্রকাশের সাক্ষ্যদানকারী হয়ে সেটাকে পুরস্কাররূপে গ্রহণ করে নেয় এবং বিপদ আপদকে স্নিগ্ধ সুপেয় পানীয়ই মনে করে। কোন তরবারীর তীক্ষ্ণ ধার, তার আর প্রেমাস্পদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরী করতে পারে না। কোনও সর্বোচ্চ বিপদ আপদও তাকে তার সেই আপন প্রেমাস্পদের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। এটাকেই (প্রেমাস্পদের স্মরণ-কে) নিজ জীবন বলে সে জানে এবং তাঁরই প্রেমের মাঝে স্বাদ ও আনন্দ পায় এবং তাঁর সত্তাকেই অস্তিত্ববান বলে বিশ্বাস করে ও তাঁরই স্মরণ ও জপগাঁথাকে জীবনের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে নেয়। চাওয়ার যদি থাকে তো তাঁকেই, সুখ-আনন্দ পাওয়ার থাকলে তাঁরই কাছে, সমগ্র জগতের মধ্য থেকে তাঁকেই আপন করে নেয় আর নিজেকে তাঁরই জন্য নিবেদন করে রাখে।

বেঁচে থাকা তাঁরই জন্য মরণটাও তাঁরই জন্য, জগতে বাস করেও সে ইহজগতের থাকে না। সত্তা নিয়ে অবস্থান করলেও আত্মহারা। কার্যতঃ মান-সম্মান, সুনাম বা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি নিজ জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ নেই, 'একমাত্র সত্তা'র সান্নিধ্যের সেই একজনকে পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সর্বস্ব দিয়ে সব কিছু খুইয়ে বসে। অদম্য অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়েও বর্ণনার ভাষা তার নেই যে, কেন এই দহন,মর্মযাতনায় বাকরুদ্ধ ও হতবিহ্বল হয়ে সব রকম বিপদাবলী, অপমান ও বদনাম সয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে এবং এতেই সে জীবনের স্বাদ ও আনন্দ পায়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫০,৪৫১, টীকা-পাদটীকা নং-৩)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই পবিত্র জামাতকে এভাবে চিত্রিত করে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতিশ্রুতি ও শুভ সংবাদ অনুযায়ী যেমনটা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ তা'লাই দিয়েছেন-

লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মাগণের পর্যবেক্ষণ এটাই যে কুরআন শরীফের অনুগমণ ও অনুবর্তিতায় হৃদয়ে ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে দয়াময় প্রভুর সাতে অদ্ভুত অসাধারণ এক সংযোগ স্থাপিত হয়। আর পারস্পরিক এই মিলনে ঐশী প্রেমের এক আনন্দময় অনুভুতি তাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এ অবস্থায় তাদের সার্বিক অস্তিত্ব ও দেহ-সত্তাকে দুঃখকষ্ট ও বিপদাবলীর হামান-দিস্তায় পেষণ করে বামার প্রেস (প্রচণ্ড চাপ দ্বারা তুলার গাঁট বাঁধার যন্ত্র) এর ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড চাপে নিংড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে প্রাপ্ত সেই নির্যাসে ঐশীপ্রেম-খোদার ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্বের সন্ধান মিলে না। পার্থিবতায় লিপ্ত জগত এ অভিজ্ঞান রাখে না, কারণ উন্নততর ও মহত্ত্বর সেই অবস্থান পার্থিবতা থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান করে।

(সুরমা চাশায়ে আরিয়া, টীকা পৃষ্ঠা-৩১)

এটাই সেই মাকামে ইব্রাহিম যার প্রতিশ্রুতি হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে দেওয়া হয়েছিল। এই শুভ-সংবাদই হযরত মহম্মদ (সা.) স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে লাভ করেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

আল্লাহ্ তা'লা যিনি সত্য প্রতিশ্রুতি দাতা, তিনি সেই প্রতিশ্রুতি সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন এবং উম্মতে মুসলেমাতে লক্ষ লক্ষ এমন পবিত্র সত্তার অধিকারী ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন যারা মর্যাদায় উন্নতি লাভ করে মাকামে ইব্রাহিম পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন।

ষষ্ঠ প্রতিশ্রুতি যা হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে প্রদান করা হয়েছিল তা এই আয়াতের 'ওয়া মান দাখালাহু কানা আমেনান' অংশে বিধৃত হয়েছে। আমি পূর্বে বলেছিলাম এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে যারা বায়তুল্লাহ্-য় প্রবেশ করবে অর্থাৎ নির্ধারিত সেই ইবাদত সম্পন্ন করবে যার সম্পর্ক খোদা তা'লার পবিত্র এই গৃহের সাথে রয়েছে, ইহজগতের ও পরকালের নরক থেকে মুক্ত হয়ে তারা খোদা তা'লা প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্রয়ে এসে যাবে, তাদের বিগত সকল পাপ মার্জনা করা হবে এবং নরকের অগ্নি থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। 'ওয়ামাান দাখালাহু কানা আমেনান' যে কেউ এই গৃহে প্রবেশ করবে, সেই ঐ অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। (যা খোদা তা'লা অস্বীকারকারীদের জন্য প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছেন।)

যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা নমলে উল্লেখ করেছেন, 'ওয়া হুম মিন ফাযাইয়্যে ইয়াওমা এযিন আমেনুন। (আয়াত নং ৯০) অর্থাৎ ইসলামের পথ নির্দেশনা অনুযায়ী আমলে সালেহ (সময়োপযোগী সৎকর্ম) সম্পাদানকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিবেন এবং শেষ প্রলয়ের শিঙ্গধ্বনি বেজে ওঠার সময় এমন লোকেরা নরকের শাস্তি পাওয়ার ভয় থেকে শঙ্কা মুক্ত থাকবে। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই শুভ সংবাদ দান করবেন যে, তোমাদের নরকের চুল্লির দিকে ধাবিত করা হবে না বরং জান্নাতের পানে সাদরে আমন্ত্রণ করা হবে। অতএব, কোনই ভয় বা শঙ্কা করো না।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝

(সূরা হিজর, আয়াতঃ ৪৬-৪৭)

খোদাভীরু ব্যক্তিগণ অবশ্যই বর্ণাঢ্য ফুলে শোভিত বাগান ও ঝর্ণাধারা সুশোভিত গৃহে প্রবেশ লাভ করবে। তাদেরকে বলা হবে যে তোমরা প্রশান্তির সাথে ভয় ও শঙ্কা মুক্ত হয়ে সেই স্থানে প্রবেশ করো। এই হলো সেই পূর্ণ নিরাপত্তা যা কুরআন করীমের মাধ্যমে এর পরিপূর্ণ অনুগতদের লাভ হয়ে থাকে।

তিনি (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন, মান দাখালাহু কানা আমেনান' বাস্তবিক পক্ষে এই একই কথা আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.) কেও বলেছেন, সেই সাথে এ-ও বলেছেন, আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, 'লাতাদ খুলুন্নাল মাসজিদাল হারামা ইনশাআল্লাহ্ আমেনীন।

(সূরা আল ফাতাহ, আয়াত নং-২৮) অর্থাৎ তুমি পবিত্র মসজিদে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করবে আর সে প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়েছে।

দৃশ্যতঃ এর এক ব্যাখ্যা হল আল্লাহ্ তা'লাই মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও অবস্থা সৃষ্টি করে দেন আর যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই মক্কার কাফিরেরা (যারা নিজেদের সারাটা জীবন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতেই লেগে রয়েছিল) অস্ত্র সমর্পণ করল আর ফিরিশতারা যারা উর্দ্ধালোক থেকে অবতরণ করলো তা এদের অন্তরে এতটা ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করল যে তাদের যুদ্ধের সাহসই রইল না।

কিন্তু এর তাৎপর্যপূর্ণ অপর একটি অর্থ এ-ও যে, তোমরাই সেই উম্মত (জাতি) যারা এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দানকারী যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর সাথে এই বাক্যের দ্বারা করা হয়েছিল, 'ওয়া মান দাখালাহু কানা আমেনান। অর্থাৎ যে এতে প্রবেশ লাভ করবে সে-ই নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাবে। তোমাদের মাধ্যমেও সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেয়েছে। আমি এরই বিশদ বর্ণনা করেছি যে, এই প্রতিশ্রুতির সবটা এমনই যার সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সাথে প্রত্যেক, প্রত্যেক জাতি ও প্রতিটি যুগের সাথেও। কোন বিশেষ জাতির সাথে বা যুগের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়।

তাহলে মান দাখালাহু কানা আমেনান" এর অর্থ এটা দাঁড়ালো যে দুনিয়ার যে কোন জাতির সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকুক না কেন, যে কোন যুগের সাথেই সময় কাটাক না কেন, যে কেউই 'মানাসেক- এ হজ্জ' একাগ্রতার সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবে, সে নরকের অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'হাজ্জা ফালাম ইয়ারমাস ওয়া লাম ইয়াফসুক গুফেরাহু মা তাকাদ দামা মিন যামবিহি (মনে রাখা উচিত যে, ইয়ারফাস' ও ইয়ারফিস' এবং ইয়াফসুক ও ইয়াফসিক' আরবি ভাষায় শব্দগুলো দুভাবেই বলা হয়ে থাকে।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি নোংরা ও বাজে কথা পরিহার করে চলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করে ও মানাসেক-এ হজ্জ পালনকালে বাজে কথা থেকে বিরত থাকে-এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এটা যে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনই পবিত্র যে বাজে কথা তার মুখে আসেই না।

এর তাৎপর্য এটা নয় যে অবশিষ্ট এগারো মাসের কিছু কাল জুড়ে সে সবরকমের অশালীন বাজে কথা বলতেই থাকে আর কেবল এ (হজ্জব্রত পালনের) দিনগুলোতে অশালীন কথা-বার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। বরং উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এটাই যে, যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এটতাই পুত-পবিত্র হয়ে গিয়েছে এবং নোংরা অপবত্রিতা আর বাজে কথা অন্তর থেকে এত দূরে নির্বাসিসত হয়েছে যে, নোংরা কথা তার মুখে আসতেই পারে না। সে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সংশোধন ও সন্ধির পথ থেকে সরে যায় নি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুনের বাইরে না গিয়ে বাধ্য-বাধকতার সাথে তা পালন করে আর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টারত থাকছে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে। তদ্রুপ গভীর মনোনিবেশপূর্ণ আমলের সাথে নিষ্ঠাবান শিষ্টাচারপূর্ণ আমল করে তা সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তার বিগত পাপ মোচন করা হবে। এভাবে যার অতীতের যাবতীয় পাপের মার্জনা হয়ে যাবে, নিশ্চিত তাকে নরকের অনল থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

আরও এক পন্থায় মানুষ ইহজগতে ও পরজগতে নরকের অনল থেকে রক্ষা পেয়ে যায় আর তা এভাবে যে, 'মান দাখলাহু' -যে মাকামে ইব্রাহিমে প্রবেশ করে 'কানা আমেনান' - আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শান্তি ও স্বস্তি এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বলয়ে এসে যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

খোদার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি ও মহিমা,ক্ষমতা ও পরাক্রম রয়েছে.....। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর মহিমা ও পরাক্রমের এই রহস্য তার কাছেই প্রকাশিত হয়, যে তাঁরই হয়ে যায়। তিনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তার প্রতিই দিয়ে থাকেন যে ব্যক্তি নিজের মাঝে পরিবর্তন আনেন আর তাঁরই আস্তানায় গড়াগড়ি দিতে থাকে নগণ্য ও অবহেলিত নিশ্চল এক কণার মত, যা অবশেষে মুক্তার রূপ নিয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, আর স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বিশ্বস্ততাপূর্ণ প্রেমের তেজস্ক্রিয়তায় নমনীয় ও বিগলিত হয়ে তাঁরই পানে ছুটতে থাকে। তখন তিনি বিপদাপদে তাঁর খোঁজ-খবর নেন, আর শত্রুদের হীন পরিকল্পনা ও গোপন ষড়যন্ত্র থেকে আশ্চর্যজনকভাবে তাদের রক্ষা করেন ও মর্যাদার অবমাননা হওয়া থেকে তাদের রক্ষা করেন।

তিনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বধায়ক ও ব্যবস্থাপক হয়ে যান। এমন সব বিপদাবলী আপতিত হয় যাতে মানুষের কিছুই করার থাকে না। সেক্ষেত্রেও তাঁর সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে তিনি তাদের সহায়তা দান করেন। কতটা কৃতজ্ঞ থাকার ব্যাপার যে আমাদের খোদা বড়ই দয়াবান ও মহা পরাক্রমশালী খোদা। এরপরও কী তোমরা এমন প্রিয় বান্ধবকে পরিত্যাগ করতে পারো? নিজ আত্মাকে অপবিত্র করতে তাঁর বিধি-বদ্ধ ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করতে থাকবে? অপবিত্র জীবন ধরে রেখে বেঁচে থাকাটার চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টি 'সাথী' করে মৃত্যু বরণ করাটাই আমাদের জন্য শ্রেয়। "

(আইয়মাসুস সুলাহ, পৃ: ১০৪)

এটা হলো সেই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা, যা সেই ব্যক্তিরই অর্জন হতে পারে যে নিজের উপর এক মৃত্যু আনয়ন করে অনস্তিত্বের পোশাক নিজ গায়ে জড়ায় ও মাকামে ইব্রাহিমে প্রবেশ লাভ করে। তখন আল্লাহ্ তা'লার সেনা-সামন্তরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে থাকে ও সব রকম বিপদ আপদ থেকে তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগতদের উপর দু'টি দাবানলকে বিজয়ী হতে দেন না। একটি হল তাঁর সেই বান্দারা যারা প্রেমাগ্নিতে ভষ্মীভূত হয়ে বিলীনতার স্তর যখন লাভ করে তখন অপর দাবানলের দুয়ার তাদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আবার এমন অনুগতরাও আছে যারা (আল্লাহ্ তা'লার) প্রেম-ভালবাসার কোন ভ্রুক্ষেপই করে না, তারা তাঁর দান ও অনুকম্পায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী নয় বরং তাঁর কৃপা সমূহের অস্বীকারকারী, এরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে একান্তভাবে দুনিয়ামুখী লালসায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে। তাঁকে প্রেমাস্পদ বানাবার পরিবর্তে দুনিয়ার চাকচিক্যকে পার্থিক জগতের সম্পর্কে নিজের প্রেমাস্পদ বানিয়ে নিয়েছে। এমন লোকদের প্রতি খোদার পক্ষ থেকে সুরক্ষা অবতীর্ণ হয় না, তাঁ সেনারা অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান তো করেই না বরং নরকের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দাবানল তাদের জন্য ঠিকানায় পরিণত হয়।

অতএব, দু'টি দাবানল খোদার অনুগতদের উপর নিপতিত হয় না। এটা তাদের স্বনির্ধারণ যে, তারা নিজেরাই প্রেম-প্রীতি ভালবাসার অনল পছন্দ করে মন্দসমূহকে দগ্ধ করবে, স্বীয় আশা আকাঙ্খা, নিজ সত্তা ও নিজ প্রেমিককেও, নিজের পরিবার পরিজন ও সম্পর্ককে ত্যাগ করবে; নাকি খোদার প্রেমের চাইতেও পার্থিব জগতের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিবে আর স্বহস্তে নিজের জন্য জাহান্নামের দুয়ার খুলে নিবে।

সপ্তম প্রতিশ্রুতি হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে দেওয়া হয়েছিল যে কেবল তোমার বংশধরদের উপরই এই হজ্জ ফরজ থাকবে না বরং এমন এক নবীর আবির্ভাব এখানে ঘটানো হবে যার শরীয়ত বিধি-বিধান বিশ্বজনীন হবে আর সেই শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর জগতের জাতিসমূহের উপর হজ্জ ফরজ করে দেওয়া হবে। আর এভাবে খোদার এই পবিত্র গৃহকে সৃষ্টির কেন্দ্র 'মরজায়ে খালাইক' ও ইহজগত ও পরজগতের কেন্দ্র মরজায়ে আলাম বানিয়ে দেওয়া হবে।

অতএব আমরা দেখতে পাই হযরত নবী আকরাম (সা.) এর আগমণের পূর্বে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় নি। তবে যেখানে নবী করীম (সা.) আবির্ভুত হলেন আর কুরআনের শরীয়ত তাঁর (সা.) উপর অবতীর্ণ হল তখন সেই শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাই মানবজাতির উপর হজ্জকে ফরজ (বাধ্যতামূলক) করে দিলেন। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 8 June, 2023 Issue No.23

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

(সূরা বাকারা, আয়াত নম্বর-১৯৮)

অর্থাৎ হে মানবজাতি তোমরা স্মরণ রেখো যে হজ্জের মাস সকলের চেনা জানা ও পরিচিতির জন্য। অতএব যে কেউ হজ্জকে নিজের উপর ফরজ মনেকরে হজ্জ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এবং হজ্জের দিনগুলোতে (যেমনটি অন্যান্য দিনগুলোতে) স্থূল কামন বাসনার কোন কথা বা অকৃতজ্ঞ মন্দ কোন কথা বা কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদের কথা বলবে না। এটা তাদের জন্য বৈধ হবে না।

আরও বলেছেন, সৎকর্ম যেটা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ অবশ্যই তার মর্যাদা ও উদ্দেশ্যকে শনাক্ত করবেন, তিনি এটা বিবেচনায় আনবেন না যে তোমার বংশগত সম্পর্ক শ্বেতাঙ্গদের সাথে না কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে, বরং তুমি যে কোন জাতি গোষ্ঠীর সদস্যই হও না কেন, ভূপৃষ্ঠের পশ্চাৎপদ কোন অংশের বাসিন্দাই হও না কেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে 'লাব্বায়েক' (আমি উপস্থিত) বলে হজ্জকে খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিজের জন্য অত্যবশ্যকীয় ইবাদত মনে করবে আর যখন সেই শর্ত তোমার স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করবে যার সম্পর্ক রয়েছে হজ্জ পালনকালীন সময়ে ঐ যাবতীয় নির্দেশনা যথোপযুক্তভাবে পালন করবে যে সমস্ত পথ নির্দেশনা আল্লাহ্ তা'লাই এ প্রসঙ্গে তোমাদের দিয়েছেন।

অতএব, 'হে মানবজাতি! এটা শুনে নাও যে, সৎকর্ম যা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তিনি তোমাদের পুণ্যকর্ম সনাক্ত করে নিবেন। কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়; এ নির্ধারণীর কারণে তাঁর অগণিত কল্যাণসমূহের উত্তরাধিকারী তোমরা হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ কেবল প্রকাশিত দৃশ্যমান মানাসেক হজ্জের নাম নয়, বরং ইসলামে প্রতিটি ইবাদতের আড়ালে সেটা একটা আত্মা তথা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে।

দৃশ্যমান ইবাদত দেহের বা বহিরাবণের কোমনীয়তা সজীবতা ইত্যাদি রক্ষা করে। এর আড়ালে রয়েছে এক আত্মা, যে ব্যক্তির আত্মার যত্ন নেয় না আর শুধু দেহেরই যত্ন-আত্তিতে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে এক মৃতদেহের পরিচর্যকারী, তার সেই ইবাদতে, যার আত্মার (অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের) যত্ন নেওয়া হয় না, এর কোন পুণ্য লাভ হবে না, বরং তার সাথে তার প্রভু-প্রতিপালকের সেই আচরণই হবে যা মৃতপূজারী এক ব্যক্তির সাথে হওয়া উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হজ্জ সম্পর্কে বলেন-

'প্রকৃত কথা এটা যে, আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালেক)-এর শেষ অবস্থা বা মর্যাদার এমন স্তর যে কামনা বাসনা ছিন্ন করে আল্লাহ্র ভালবাসায় আর পরম উপাস্যের প্রেমে বিভোর হয়ে যাবে। প্রেম ও ভালবাসা তা যদি সত্যিই হয় তবে সে স্বীয় জীবন ও অন্তর উৎসর্গ করে দেয় আর বায়তুল্লাহ্র চারদিকে প্রদক্ষিণ সেই উৎসর্গীকরণেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেমনটি এক বায়তুল্লাহ্র ইহজগতের ভূপৃষ্ঠেই রয়েছে তেমনি উর্দ্ধলোকেও এটি বিদ্যমান। যতক্ষণ সেটার প্রদক্ষিণ করা না হয় এরও প্রদক্ষিণ হয় না। এর (ইহজগতের বায়তুল্লাহ্-র) প্রদক্ষিণকারীরা সকল পোশাক খুলে ফেলে দেহে একটিই মাত্র কাপড় রাখে,কিন্তু সেটার (উর্দ্ধলোকের) প্রদক্ষিণকারী সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে খোদার কারণে খোদারই জন্য বিবস্ত্র হয়ে যায়। প্রদক্ষিণ করা, পরম উপাস্যের প্রতি প্রেম ভালবাসার ঐশীপ্রেম-প্রকাশক এক বাহ্যিক নিদর্শন। প্রেমিক তার (প্রেমাস্পদের) চারপাশে ঘুর ঘুর করে। এমন যে, তার নিজস্ব ইচ্ছা ও সন্তোষের কিছুই আর বাকি থাকে না। সে তাঁরই পাদপিঠে বিলীন হয়ে থাকে।

(সিরাতুল হাকায়েক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬)

অতএব, এটাই হলো আধ্যাত্মিক হজ্জ, যতক্ষণ কেউ সেই বায়তুল্লাহর হজ্জ না করে, জাগতিক হজ্জ পালনওগ্রহণীয় হতে পারে না, তাই হজ্জ পালনকারীরা, হজ্জ পালনে সংকল্পকারীদের এই বৈশিষ্ট্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য যে ইবাদতসমূহ রয়েছে সেগুলো আধ্যাত্মিক ইবাদত, যেগুলোর উপর আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ক্রীয়াশীল হয়, সে ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই যে গৃহীত হলো নাকি হলো না।

এই সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদতের পর কোন প্রকারের গর্ব ও অহঙ্কার এবং আমিত্ব ও আত্মম্ভরিতা কেন সৃষ্টি হতে যাবে! এর ফলে তো স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের সাঞে আরও বেশি দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। পকাশ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, মহিমাকীর্তন করা উচিত। এটাই সঠিক পন্থা। তবে সেটা সেই রকমই যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, যে মুহূর্তে খোদার প্রিয় বান্দা স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকে আর বিনয়াবনত হয়ে কাকুতি মিনতি সহকারে সিজদাপ্রণত হয়ে থাকে, সেই মুহূর্তে আবার কোন ব্যক্তি যদি তাকে দেখে ফেলে, সে অবস্থায় পড়ে তার মনে এতটাই লজ্জা অনুভূত হয়, যেভাবে তার লজ্জা অনুভূত হতো জাগতিক সম্পর্কের কোন বিষয়ে এভাবে ডুবে থাকা অবস্থায় বাইরের কেউ দেখে ফেললে।

অতএব, এটা একান্ত প্রেমের কথা অন্যদের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার মত। নিবিড় প্রেমের একথা তো বান্দা ও তার প্রভু-প্রতিপালকের মধ্যকার এক গোপন রহস্য, এইজন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, জগত এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, কেননা, তিনি ইহজাগতিকতার উর্দ্ধে ও পার্থিবতা থেকে সূক্ষ্মতর, কিন্তু যে জাতি খোদা তা'লাকে ছেড়ে পার্থিবতার সন্নিকটে আসতে চায় আর প্রগতি ও উন্নতি পরিত্যাগ করে 'খুলুদ ইলাল আরজ' করে থাকে যাতে তাকে জগতে মূল্যবান জ্ঞান করা হয় ও তার প্রশংসা করা হয়, এতে করে সে দুনিয়ার প্রতি তো ঝুঁকে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায় এবং এবং শ্রেষ্ঠত্বের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান থেকে ছিটকে পড়ে।

আল্লাহ্ তা'লা সকলকে আত্মম্ভরিতা থেকে রক্ষা করুন। এবং যেমনটি তিনি হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং হযরত মহম্মদ (সা.) কে দিয়ে নিজের উম্মতের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন, সেই শুভ সংবাদ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মা যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেনও এখনও করছেন আর ভবিষ্যতেও জন্ম নিতে থাকবেন- সেই পবিত্রাত্মাগণের সাথে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং অন্তর্ভুক্ত রাখুন। আমরা জগতের প্রশংসা কুড়াতে চাই না তবে খোদা এমন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করে দিন যে, তিনি আমাদের অন্তরে লালিত কোন সৎকর্ম ও আকাঙ্খাই, সে এক সরিষা বীজের সমানই হোক না কেন তিনি সনাক্ত করতে শুরু করুন আর সেই সরিষা বীজের সমান সৎকর্ম ও আকাঙ্খার বিনিময়ে প্রেম ভালবাসা দিন আর আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ্ করুন এমনই হোক।

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। (তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।" (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir